ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৪৫৭
আগরতলা,০২ অক্টোবর, ২০১৮

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী করে শিক্ষার গুণগতমান বিকশিত করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের উন্নতিতে শুধুমাত্র মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থাকাটাই যথেষ্ট নয়। চাই গুণগত শিক্ষা। বর্তমান ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ মহাত্মা গান্ধী জন্ম সার্ধ-শতবার্ষিকীর পূণ্যলগ্নে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান সমারোহের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের উপর একটি শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করে উৎসাহের মধ্য দিয়ে শিক্ষার গুণগতমানকে বিকশিত করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে এন সি ই আর টি সিলেবাস ভূক্ত করা হবে যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে। তিনি বলেন, রাজ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য 'মুখ্যমন্ত্রী অ্যানুয়েল ষ্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্সি' পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষায় প্রথম ৫ জনকে, এস টি, এস সি, ও বি সি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৫ জনকে পুরষ্কৃত করা হয়েছে। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকে ২৩টি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এবং দিব্যাঙ্গনদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ১ জনকে পুরষ্কৃত করা হয়েছে। তাদেরকে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাপেলের আই প্যাড দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূল ভিত্তি তৈরি হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে এই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের শিক্ষা দানের আবদান অপরিসীম। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষা ক্ষেত্রকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে শিক্ষার এক অভিনব বিপ্লব নিয়ে এসেছেন। আজ ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম দিনের পূণ্যলগ্নে তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে মোঘলরা প্রায় ৬০০ বছর এবং ব্রিটিশরা ২০০ বছর শাসন করেন। তারপরেও মহাত্মা গান্ধী তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের জনগণের হৃদয়ে আজও বিরাজমান। স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে শোষণ ও অত্যাচার করে গেছে। এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী জনমত গড়ে তুলেছেন। দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করে গেছেন। সেই আবেদনে সারা ভারতবর্ষ সাড়া দিত। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই পথ অনুসরণ করছেন। তিনিও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান সেই আবেদনে সকলেই সাড়া দেন।

***২য় পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ব্রিটিশরা এক সময় ভারতবর্ষকে শাসন করত, আজ আমাদের দেশের প্রযুক্তিকে তথা ইসরোর মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো সেই স্যাটেলাইট ব্রিটিশ ব্যবহার করছে। যা কেবল আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের জন্যই নয়, প্রত্যেকটি দেশবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। তিনি আরও বলেন, নতুন সরকার গঠনের পর ইতিমধ্যে রাজ্যের পুলিশ বিপুল পরিমাণে গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশাসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। বিগত সরকারের সঠিক কোন পদ্ধতি না থাকার ফলে এ বিষয়ে সঠিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি বলেন, রাজ্যের মাটিতে গাঁজার ব্যবসা, অবৈধ নেশা কারবারী, নারী নির্যাতনকারীদের সাথে বর্তমান রাজ্য সরকার কোন প্রকার আপোষ করবেনা। আগামী দিনে ত্রিপুরা মডেল রাজ্য হিসেবে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ট স্থান গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি, মহারাষ্ট্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুন্যাল-এর চেয়ারপার্সন আম্বাদাস যোশী বলেন, পড়াশুনার পাশাপাশি স্ট্রেস রিলিফ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। খেলাধূলার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে কোন বিষয়ের উপর কৌতুহল সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিয়ে শিক্ষকদেরকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহল বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সাথে সাথে তাদের মনোভাবকে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-ইনচার্জ শানিত দেবরায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ভি এল ধারুরকর।

উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের একটি নিউজলেটার প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সালে বিভিন্ন বিভাগের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ২৫ বছর পূর্ণ অধ্যাপকগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মী যারা যোগ্যতায় উন্নীত হন তাদেরকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন ডে হিসেবে এক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন কার্মসূচি নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। মূল্যায়ণের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি বিভাগকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে মলিকোলার বায়োলজি এবং বায়ো ইনফরমেটিকস্ বিভাগ, শারীর শিক্ষণ বিভাগ এবং কমার্স বিভাগ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা।

****